বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা। মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

ছবি : কালের কণ্ঠ

বাকৃবিতে আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা

দারিদ্র্য বিমোচনে দরকার নয়া প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

বাকৃবি প্রতিনিধি ▷

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেছেন, ১৯৭৩ সালে সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যার প্রায় ছয় কোটি ছিল দরিদ্র। বর্তমানে ১৬ কোটি জনসংখ্যার মাত্র সাড়ে তিন কোটি দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) দারিদ্র্য বিমোচনের পূর্বশর্ত। প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে পুরোপুরি দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়। সে জন্য গুণগত মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ কোটি তরুণ। দেশের এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। এ জন্য নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও সম্প্রসারণ করে দেশের তরুণসমাজ তথা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।' রিজিওনাল নেটওয়ার্ক অন পোভার্টি ইরাডিকেশনের (রেনপার) সপ্তম আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গতকাল রবিবার সকালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলন ভবনে তিন দিনব্যাপী এ সেমিনার শুরু হয়।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। 'দারিদ্র্য বিমোচনে প্রযুক্তির প্রসার : সম্ভাবনা ও ঝুঁকি'—এই বিষয়কে সামনে রেখে রেনপার সপ্তম আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবর। বিশেষ অতিথি ছিলেন মালোয়েশিয়ার কেলেনটান ইউনিভার্সিটির ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর ও রেনপারের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড্যাটো ড. ইব্রাহিম বিন চে ওমর। সেমিনারে মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের প্রায় ২০০ বিজ্ঞানী ও গবেষক উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনব্যাপী সেমিনারে ছয়টি সেশনে ১৪১টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাইক রবসন।

এদিকে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ-সংলগ্ন করিডরে কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তিন দিনব্যাপী ওই মেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিরি), বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সরকারি-বেসরকারি ২২টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে।